দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR 1 9 2000
পৃঃ ... কলাম ...

95

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সমীপে

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষের এমএসসি প্রথম ব্যাচ। ১৯৯৫ সালে এমএসসি শেষ পর্বের পরীক্ষা হয়। প্রকাশিত ফলাফলে অকৃতকার্য দেখে আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অবগত হই যে, অর্ডিন্যান্স মোতাবেক আমাদের ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে অকৃতকার্য দেখানো হইয়াছে। মাস্টার্স শেষ পর্বে এত ছাত্র-ছাত্রী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেল করে না। অর্ডিন্যান্স মোতাবেক এমএএমএসএস এবং এমকম তত্ত্বীয় ৫০০ নম্বরের পরীক্ষা এবং পাস নম্বর শতকরা ৩৬%। এমএসসিতে ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা। অর্ডিন্যান্স ১৫(গ) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, তৃতীয় শ্রেণী/পাস নম্বর গড়ে মোট নম্বরের ৩৬%। অতএব, ৬০০-এর ৩৬% =২১৬। ব্যবহারিক ৩০০ নম্বর এবং তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বর। ১৬(ক) এ উল্লেখ আছে, ব্যবহারিকের পাস নম্বর ৮০% অর্থাৎ ৩০০ এর ৪০% =১২০ সুতরাং তত্ত্বীয় বিষয়ের পাস নম্বর = (২১৬-১২০) =৯৬। তত্ত্বীয় পাস নম্বর ৯৬ হলে গড়ে ৩৬% পাস নম্বর হয়। কারণ ব্যবহারিকে ৪% বেশী এবং তত্ত্বীয় ৪% কম পড়ে ৩৬%। আমরা ব্যবহারীকে ৪০% বা বেশী নম্বর পেয়েছি। তত্ত্বীয় বিষয়ে ৯৬, ৯৭, ৯৮ ও ১০৪, ১০৫ পেয়েছি। তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক মিলে ২৭০, ২৮০, ৩০১, ৩০৫ ইত্যাদি নম্বর পাই। কিন্তু তত্ত্বীয় ৩০০ নম্বরে যারা ১০৮ পেয়েছে তাদেরকে পাস দেয়া হয়েছে এবং অন্যদিগকে অকৃতকার্য দেখানো হয়েছে। একটা অর্ডিন্যান্সবহির্ভূত। ১০৮ তত্ত্বীয় পাস নম্বর ধরলে তত্ত্বীয় + ব্যবহারিক = ১০৮ + ১২০ =২২৮। ৬০০ নম্বরে ২২৮ হলে গড়ে নম্বর হয় ৩৮%। কিন্তু অর্ডিন্যান্স ১৫(গ) তৃতীয় শ্রেণী বা পাস নম্বর গড়ে ৩৬%। এখানে অর্ডিন্যান্স লঙ্ঘন হয়। এমএসসি ১৯৯৪ -৯৫ এবং ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের শেষ পর্বের অর্ডিন্যান্স পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

অর্ডিন্যান্স মোতাবেক আমাদের ফলাফল ঘোষণা করতে প্রার্থনা করছি।

—মোঃ গিয়াস উদ্দিন, রেইচ কোস, ৩২০, কুমিল্লা।